দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 14 MAY 1993

বুয়েট সমাবর্তন

শিক্ষা জীবনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি

একটি আনন্দের দিন। উৎসব আর উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। অহংকারী পদচারণায় মুখরিত হয়েছিল বুয়েট ক্যাম্পাস। বুয়েটের চ্যান্সেলর, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এসেছিলেন এক ঝাক সম্ভাবনাময় তরুণ ছাত্র-ছাত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষার সনদপত্র প্রদান করতে। সনদপত্র প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল পাঁচশত ছয় জন। ৮ই মে ওদের জন্য ছিল অহংকারের দিন। শিক্ষার স্বীকৃতি পেয়ে ওদের প্রাণে ও মনে আনন্দের বান ডেকেছিল সেদিন।

সমাবর্তন, একজন শিক্ষার্থীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। একটি নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্যসূচী সমাপ্ত করার পর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ। পরীক্ষায় পাস করার পর সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের গণ্যমান্য লোকদের সামনে তাকে অনুষ্ঠানিকভাবে সনদপত্র প্রদান করার রীতি উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে নিয়মিতভাবে পালন করা হয়। ক্যাম্পাসের অস্থির পরিবেশ, নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার কারণে আমাদের দেশে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নিয়মিতভাবে সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়নি। তবে আশার কথা, বুয়েট কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে কিছুটা সক্ষম হয়েছে। বুয়েটের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের ২০শে মার্চ।

দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৬ সালের ১২ই নভেম্বর। তৎকালীন বুয়েটের চ্যান্সেলর সাবেক প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাদত মোঃ সায়েম ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেছিলেন। এরপর দীর্ঘ ১৫ বছর একনাগাড়ে বুয়েটে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও ১৯৯২ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী আনন্দমুখর পরিবেশে বুয়েটের তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এক বছরের মাথায় চলতি মাসের ৮ তারিখ ৪র্থ সমাবর্তনের আয়োজন করা হয়।

৮ই মে শনিবার। সকাল থেকেই বুয়েট ক্যাম্পাসের পরিবেশ পাল্টে যায়। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যবৃন্দ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকায় প্রহরায় নিযুক্ত হয়। কালোগাউন পরিহিত তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা গর্বিত পদভারে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন। ডঃ রশীদ ভবনের সামনে তাঁরা চ্যান্সেলরের জন্য অপেক্ষা করছিলো। সকাল সাড়ে ১০টায় চ্যান্সেলর, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সনদপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে উপস্থিত হন। শুরু হয় সমাবর্তন মিছিল। মিছিলের সামনের সারিতে ছাত্র-ছাত্রীরা। একেবারে পিছনে চ্যান্সেলর ও ভাইস চ্যান্সেলর। সমাবর্তন মিছিল বুয়েট মিলনায়তনে ঢোকার সাথে সাথেই সমাজের বিভিন্ন স্তরের অতিথিবৃন্দ দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন। চমৎকার এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। তরুণদের জন্য এই সম্মান ছিল উল্লেখ করার মত। অনুষ্ঠানের শুরুতেই চ্যান্সেলর বুয়েটের ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষা বর্ষের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের ডিগ্রী প্রদান করার জন্য উঠে দাঁড়ান। চ্যান্সেলর সনদপত্র প্রদানের সময় একটি বাক্য পড়ে শোনান ঃ "বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসাবে আমার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে আমি আপনাকে/আপনাদেরকে........ডিগ্রী প্রদান করিতেছি। আপনার/আপনাদের কর্মকুশলতা, আচরণ ও চারিত্রিক গুণাবলী এই ডিগ্রীর উপযুক্ত প্রতিপন্ন করিবার দায়িত্ব আপনার/আপনাদের উপর অর্পণ করিতেছি।"

> আনন্দ আর উচ্ছ্বাস ছিল সর্বত্র। তারুণ্যের অহংকার ফুটে উঠছিল। তখন শুধুই মনে হচ্ছিল এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।

চ্যান্সেলর দাঁড়িয়ে এই বাক্য পড়ে শুনিয়েছেন। তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই মুহূর্তটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সনদপত্র প্রাপ্ত একজন ছাত্র বললেন, "একজন শিক্ষার্থীর প্রতি চ্যান্সেলরের এই যে সম্মান প্রদর্শন, তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনায় মনযোগী হতে সহায়তা করবে।" সমাবর্তন অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল পদক বিতরণ। ১৯৭২-৭৩ শিক্ষাবর্ষ হতে ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত বিভিন্ন বিভাগে পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জনের জন্য মোট ২০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে 'বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণপদক' মালিক আকরাম হোসেন স্বর্ণপদক, সামসুন্নাহার খানম মেমোরিয়াল স্বর্ণপদক, ডঃ রশীদ স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। এই পর্বটি বিশেষ কারণে আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। পদকপ্রাপ্তদের অনেকেই নিজেরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি। তাদের কারও পক্ষে এসেছিলেন বাবা, মা, ভাই, বোন। বৃদ্ধ বাবা কম্পিত হাতে পুত্রের অর্জিত সম্মান গ্রহণ করে হঠাৎ যেন সাহসী হয়ে উঠছিলেন। সুদীপ শংকর ভট্টাচার্যের পিতা পুত্রের জন্য ২ বার মঞ্চে যান পদক নিতে। দর্শক তাঁকে হাততালি দিয়ে উৎসাহ দেয়। সুদীপের পিতা খুশীর চোটে ঠিক কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। চতুর্থ সমাবর্তনে একজনকে পি,এইচ,ডি ডিগ্রী প্রদান করা হয়। তিনি হলেন রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এ,কে,এম মতিউর রহমান। ডঃ রশীদ স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত আহসান হাবীব চৌধুরীর পক্ষে তাঁর মা নুরুন্নাহার বেগম স্বর্ণপদক গ্রহণ করেন। তাঁর চোখে আনন্দাশ্রু। বললেন, আমার ছেলের এই সম্মান আমাকে আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দ বর্ণনা করে বোঝানো যাবে না।

সমাবর্তন অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী ক্যাম্পাস থেকে চলে যাওয়ার পর পদকপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করেন। ভিসিকে সাথে নিয়ে অনেকেই ছবি তোলেন। মনীবুর রহমান ও তানজিনা। দু'জনে একদিন ছিলেন সহপাঠী। স্থাপত্য বিভাগ হতে পাস করেছেন দু'জনে। এখন স্বামী-স্ত্রী। সম্প্রতি বিয়ে করেছেন তাঁরা। ওদের দু'জনের জন্য সমাবর্তনের অনুষ্ঠানটি ছিল অত্যন্ত আনন্দমুখর। বুয়েট ফিল্ম সোসাইটি সমাবর্তন উপলক্ষে একটি ফিল্ম শো'-এর আয়োজন করেছিল। ফিল্ম দেখার আগে বুয়েট মিলনায়তনে চমৎকার, লোভনীয় আড্ডা বসে। আনন্দ আর উচ্ছ্বাস ছিল সর্বত্র। তারুণ্যের অহংকার ফুটে উঠছিল। তখন শুধুই মনে হচ্ছিল এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়। ☐ নিজস্ব প্রতিনিধি

বুয়েটে সমাবর্তন মিছিল — *সৌজন্যে বুয়েট তথ্য ও জনসংযোগ দফতর*